শেকড় জানো
দেশটা চেনো

এম. মনসুর আলীঃ ঝড়ের মাঝে এক অনমনীয় শক্তি

লেখকঃ তাইবা তালুকদার রায়া
অনুবাদকঃ মিহসান বিন মাকসুদ

GROW your READER
Foundation

এম. মনসুর আলীঃ ঝড়ের মাঝে এক অনমনীয় শক্তি

এম. মনসুর আলী

ইতিহাসে খুব কম নামই রয়েছে যা এম. মনসুর আলীর মতো এতটা গভীরভাবে অনুরণিত হয়। তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং নিবেদিত নেতা, যিনি তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকার রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর প্রসারিত। মনসুর আলী নৈতিকতা, সমাজসেবা এবং প্রগতিশীল চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মুসলিম নেতৃত্বের একটি আদর্শকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর গল্প অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল উৎস এবং এমন একটি পথরেখা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অর্থবহ পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম।

১৯১৯ সালে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) একটি ছোট গ্রাম কুরিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এম. মনসুর আলী। তিনি যেন মহত্ত্ব অর্জনের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর মেধা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। যখন তাঁর সমসাময়িক অনেকেই ঔপনিবেশিক সংগ্রাম ও স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন মনসুর আলীর দৃষ্টি ছিল আরও বিস্তৃত। তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মাওলানা আজাদ কলেজ) পড়াশোনা করেন এবং পরে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার আগেই মনসুর আলী বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। মুসলিম লীগের সঙ্গে কাজ এবং পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তাঁর সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে।

তিনি রংপুরের একজন জেলা জজের কন্যা বেগম আমিনাকে বিয়ে করেন। তাদের পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান ছিল। তাঁর বড় ছেলে ড. মোহাম্মদ সেলিম আইনজীবী হন, লিংকনস ইন থেকে বার অধ্যয়ন করেন এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে একজন রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থেকে তাঁর পিতার আসন প্রতিনিধিত্ব করে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মনসুর আলীর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ নাসিমও একজন বিশিষ্ট নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

স্ত্রীর সাথে মনসুর

জনপ্রিয়তা অর্জন করে মনসুর আলী "ক্যাপ্টেন মনসুর" নামে পরিচিত হন। তিনি মুসলিম লীগ ছেড়ে এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। শীঘ্রই তিনি দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং পাবনা জেলা ইউনিটের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদ সংগঠনে ভাষা আন্দোলনে সহায়তা করার কারণে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। মনসুর এবং তার দল বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবি জানান। মুক্তি পাওয়ার পর, ১৯৫৪ সালে মনসুর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠিত যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হন।

আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় তিনি বিভিন্ন সময়ে আইন, সংসদীয় বিষয়, খাদ্য, কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসা আইয়ুব খানের অভ্যুত্থানের পর তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি কারাবন্দী ছিলেন।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিইদ প্রফেসর জোহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন মনসুর

মনসুর আলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অশান্ত ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে দেশটি দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষতসহ বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। এই অস্থিতিশীলতার মধ্যেও মনসুর আলী স্থিতিশীলতার এক অবিচল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে তিনি স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে তাঁর প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার মনসুর আলীকে তাঁর সময়ের অন্যান্য নেতাদের থেকে আলাদা করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনবে। তাঁর নীতিগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নীত করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল, যাদের পূর্ববর্তী সরকারগুলো দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছিল। মনসুর আলীর বাংলাদেশের স্বপ্ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন যে প্রকৃত উন্নতি কেবল তখনই সম্ভব, যখন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা হবে এবং সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তির মূল্যবোধ প্রচারিত হবে। তাঁর ভাষণে প্রায়ই বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হতো, এবং তিনি সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

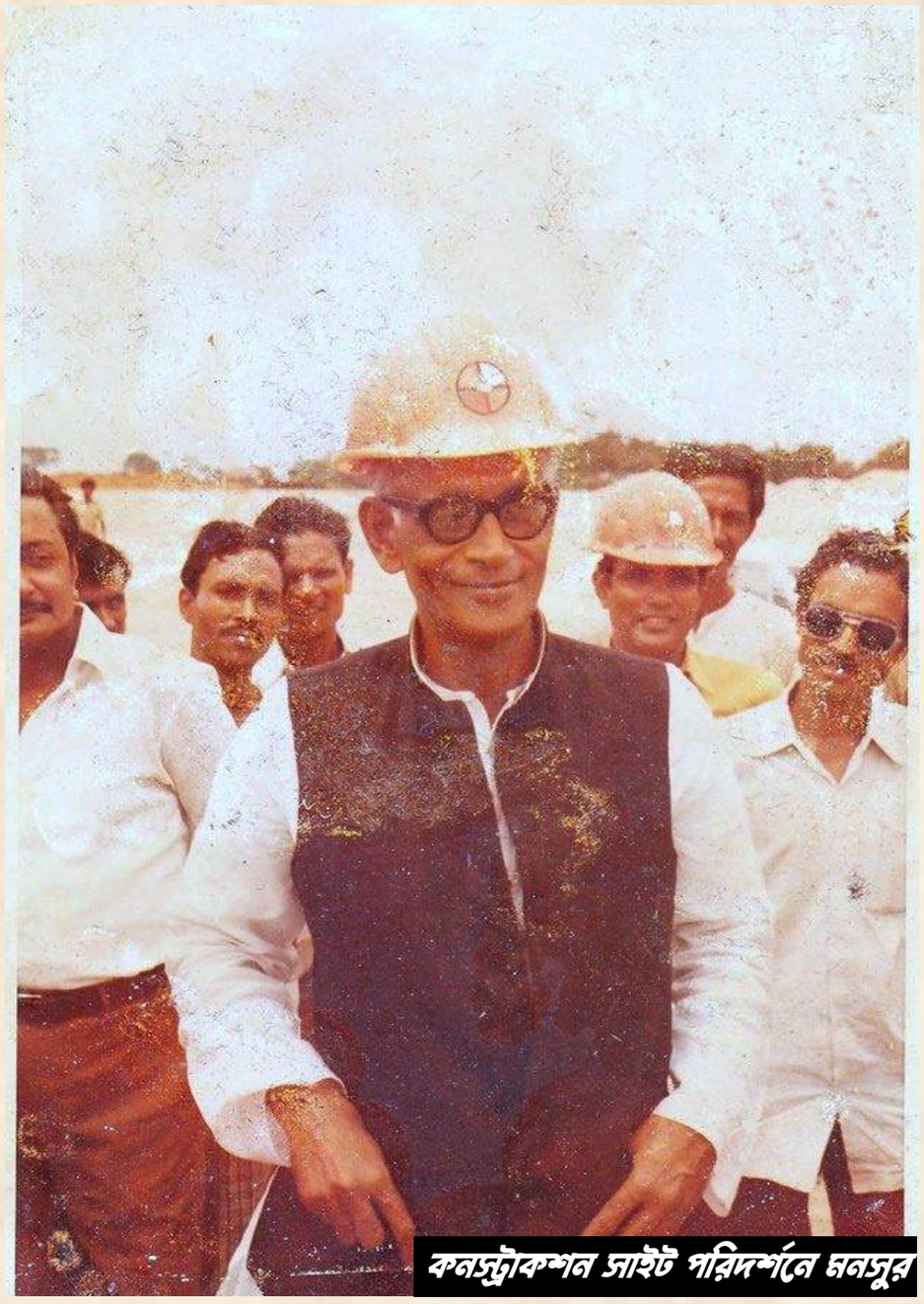
কনস্ট্রাকশন সাইট পরিদর্শনে মনসুর

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং এ ঘটনার পর এম. মনসুর আলী আত্মগোপনে চলে যান। মোশতাক আওয়ামী লীগের নেতাদের, যাঁদের মধ্যে মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান এবং তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন, তার সরকারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেও তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরিণতিতে ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট তাদের সেনাবাহিনী দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়। মোশতাকের শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে, দুঃখজনকভাবে, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় মনসুর আলীসহ অপর তিন নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এই ঘটনা মোশতাকের ক্ষমতাচ্যুতির দিকে নিয়ে যাওয়া অভ্যুত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। ৩ নভেম্বর এখন বাংলাদেশে জেল হত্যা দিবস হিসেবে স্মরণ করা হয়।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল এর সেই কক্ষ যেখানে জেলহত্যা সংঘটিত হয়েছিল

আজকের সময়ে এসে মনসুর আলীর জীবন বর্তমান নেতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর গুরুত্ব আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক, যতটা তাঁর সময়ে ছিল। এমন একটি যুগে, যেখানে রাজনৈতিক আলোচনা প্রায়ই বিভাজন এবং অবিশ্বাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মনসুর আলী আমাদের সততার শক্তি এবং বৃহত্তর কল্যাণের সেবা করার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁকে স্মরণ করে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং হোমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

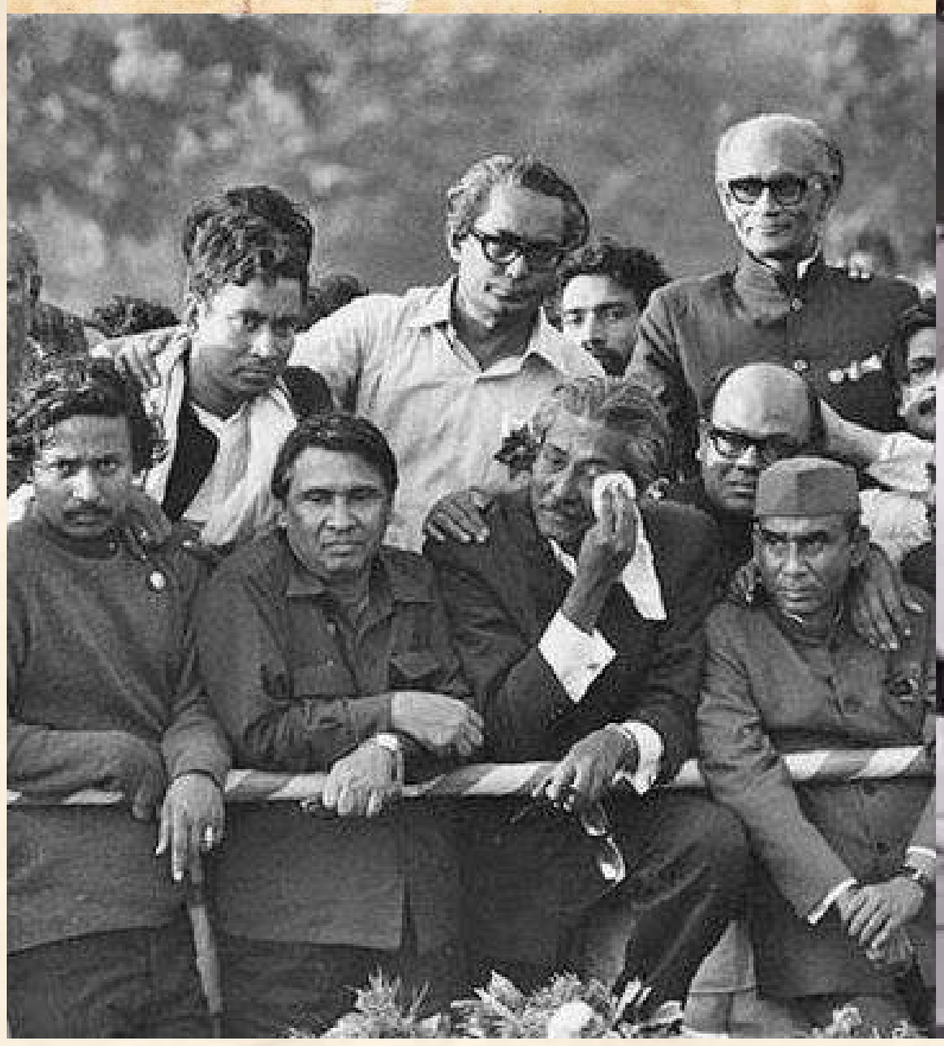

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এবং অন্যান্য নেতাদের সাথে মনসুর

এম. মনসুর আলীর জীবন ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অবদান প্রমাণ করে যে একজন ব্যক্তি ইতিহাসে কতটা গভীর প্রভাব রাখতে পারে। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে, আমাদের উচিত তাঁর প্রতিপালিত আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কাজ করে যাওয়া, যাতে তাঁর ন্যায়সঙ্গত ও আরও সুবিচারপূর্ণ সমাজ গড়ার স্বপ্ন জীবিত থাকে।

রেফারেন্স :

১. I spent nine months in the same cell my father was murdered. Dhaka Tribune. 3 November, 2017.

২. Ali, Captain M Mansur. Banglapedia: the National Encyclopedia of Bangladesh (Online ed.).

৩. In Memorium of M Mansur Ali.

৪. Getting Away With Murder: Politicization of Crime in Bangladesh. South Asia Analysis Group.

৫. Bangladesh/jail-killing-day-tomorrow The Business Standard.

৬. To the people of Jamunapara, the beloved national leader martyr Captain M Mansoor Ali still resides Desh TV News

ছবি:

এম. মনসুর আলী - Facebook Page "M Mansur Ali"

স্ত্রীর সাথে মনসুর - Facebook Page "M Mansur Ali"

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিহীদ প্রফেসর জোহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন মনসুর - Facebook Page "M Mansur Ali"

কনস্ট্রাকশন সাইট পরিদর্শনে মনসুর - Facebook Page "M Mansur Ali"

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল এর সেই কক্ষ যেখানে জেলহত্যা সংঘটিত হয়েছিল - The Daily star

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এবং অন্যান্য নেতাদের সাথে মনসুর - Facebook Page "M Mansur Ali"